Bismillahir Rahmanir Raheem

দি ম্যাসেজ

The Message

VOLUME 2, ISSUE 2 JUL - AUG, 2008

আসুন নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি

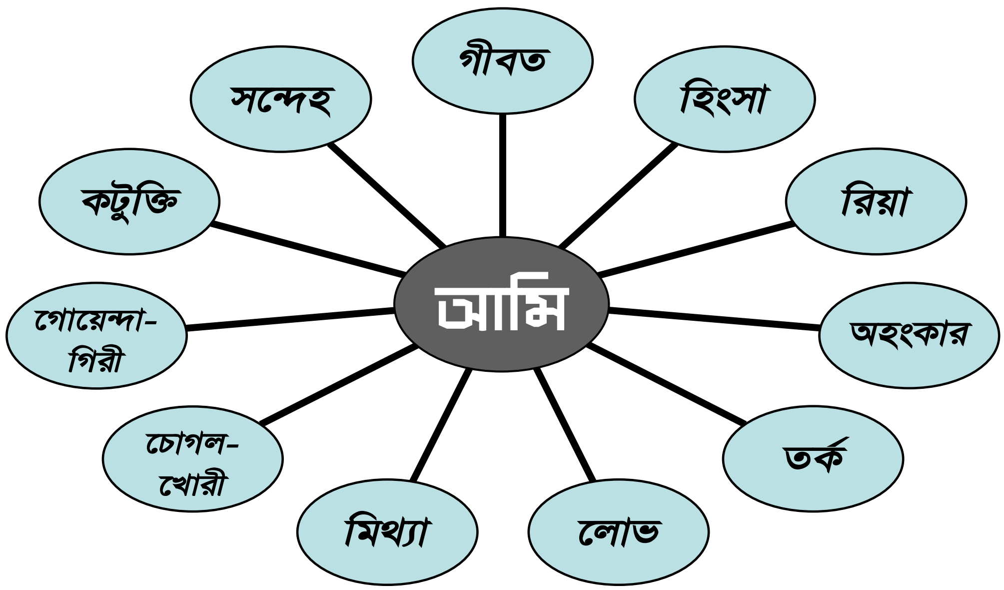

খুব গভীরভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন, উপরের দোষত্রুটিগুলো আপনার মধ্যে কোনটা কতটুকু আছে এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা কমিয়ে নিয়ে আসুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চান ।

বাকী অংশ দ্বিতীয় পাতায় ......

HOW TO MAKE YOUR WIFE HAPPY

This subject matter can not be addressed fully in a short paragraph or two, but I will attempt to takle it from my professional point of view as a clinical therapist and my personal one as a Muslimah. Additionally, I am aware that the sisters differ very little from what I have heard in counseling from their husbands. Many of the sisters have articulated that they seek a commitment to the marriage which is stronger that his commitment to his biological family, profession, national orgin etc. This commitment is expected to be expressed in various forms. Sisters seek to have the commitment demonstrated in the form of personal attention, verbal confirmations, etc. These acts of appreciation do not heve to be elaborate, but need to occur on a regular basis. Sisters appreciate that these confirmations come as surprises, and not just in union with the traditional times of childbirth, Mother's Day, etc.

Communication is also ranked as a primary need. Communication which is open and honest dialogue with each party truly listening to one another is important. Sisters hope that their husbands are sensitive to their particular challenges as women.

See Page-8

Ayah From Quran

And hold fast all together the cable of Allah and be divided not. [Al-Imran : 103]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। [সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩]

INSIDE

অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, পরনিন্দা চর্চা, গর্ব-অহংকার এবং হিংসা থেকে বাচুন !	2	আমরা কি প্রকৃত মুসলমান ?	4
		প্রকৃত মুসলমান হবার শর্ত কি ?	5
আপনার কি চোগলখোরী ও গীবতের অভ্যেস আছে ?.....	2	শয়তানের সফল মিশন	6
মা-বোনরা ভেবে দেখবেন কি ?	3	প্রবাসে আপনার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন ?	7

অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, পরনিন্দা, গর্ব-অহংকার এবং হিংসা থেকে বাচুন !

উপরের অসৎ গুণগুলো আমাদের চরিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশী মুসলিম সমাজ বিদেশে সংঘবদ্ধ হতে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য আমাদের সর্বপ্রথম মানুষের মৌলিক দুর্বলতাগুলি জেনে নেওয়া জরুরী। এগুলির সঠিক জ্ঞান, রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসায় যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পর্যবেক্ষণ করে এই কমন মৌলিক দুর্বলতাগুলোর সমাধান কুরআন-সুন্নার আলোকে খুব সহজেই সম্ভব।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেনঃ

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসে না।" (সূরা লোকমান ঃ ১৮)

"সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়।" (সূরা হুমাযা ঃ ১)

"হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী কু-ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা অনেক কু-ধারণা গোনাহর নামান্তর। অন্যের অবস্থা জানবার জন্য গোয়েন্দাগিরি করো না।" (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

"তুমি পৃথিবীতে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমিনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)

"যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না।" (মুসলিম, মিশকাত)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না; পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করো না; যোগাযোগ বন্ধ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি এখানে। এই বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবেন না। বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। (সহীহ্ মুসলিম)

আপনার কি চোগলখোরী ও গীবতের অভ্যেস আছে ?

চোগলখোরী ও গীবত কিঃ চোগলখোরী বলা হয় একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া ফ্যাসাদ লাগিয়ে দেয়া।

গীবত আরবী শব্দ যার অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা রটনা করা, অন্যের দোষত্রুটির কথা প্রকাশ করা। কারো অনুপস্থিতিতে এমন কোন দোষের কথা বলা, যা সে শুনলে মনে কষ্ট ও দুঃখ পাবে। কাউকে ইঙ্গিত করে কটাক্ষ করে কথা বলাও যাবে না, কেননা এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোর তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ।

চোগলখোরীর পরিণতি জাহান্নামঃ রাসুল (সঃ) বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (বুখারী, মুসলিম)।

আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো, চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক (মুসানাদে আহমাদ)।

গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি ঃ গীবতকারী দুইদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমনঃ যার গীবত করা হয় তার গুনাসমুহ গীবতকারীর আমলনামায় লিখে দেয়া হয় এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে পূণ্য নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যার গীবত করা হয় সে তার নিজের অজান্তে দুই দিক থেকেই লাভবান হয়।

"আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো ওটার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো।" (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

"দুর্ভোগ বা কঠিন শাস্তি প্রত্যেক ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের গীবত বা পরণিন্দা করে।"(সূরা হুমাযাহঃ ১)

"কোন ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দিবে।" (সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৫)

রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ গীবত যিনার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। কোন মানুষ যিনা করে তওবা করে ফেলে, আর আল্লাহ তওবা কবুল করে নেন। কিন্তু গীবতকারীকে ক্ষমা করা হয় না, যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে সে নিজে মাফ করে করে দেয়। (বাইহাকী)

রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকগুলোর তামার নখ ছিল, ঐগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি বল্লাম, জিবরাঈল (আঃ) এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা তারাই যারা মানুষের গোস্ত খেতো অর্থাৎ গীবত করতো এবং সম্মানীদের অসম্মান করতো। (আবূ দাউদ)

---- *খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান*

মা-বোনরা ভেবে দেখবেন কি?

নির্ভুল জ্ঞানের গুরুত্বঃ কোন মানুষই নিজের অমঙ্গল চায় না। সে যা কিছু করে তা তার মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই করে। তবু কেন সে এত অশান্তি ভোগ করে? এর আসল কারণ হলো মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। সে যেটাকে ভাল মনে করছে আসলেই সেটা হয়তো খারাপ। তাই যত ভাল মনে করেই করুক না কেন এর ফল খারাপ হতে বাধ্য। মানুষ কল্যাণ ও শান্তির যতই কাঙ্গাল হোক সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাব থাকলে সব চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও সে অশান্তিই পাবে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ *"হয়তো তুমি যেটাকে অপছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য ভাল এবং যেটাকে পছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, আর তুমি জান না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)*

আপনার মনের অবস্থাঃ কোনো সুস্থ মনের মহিলা কখনও এটা কামনা করতে পারে না যে, তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হোক। তাই এ মনোভাবের মহিলার পক্ষে নিজেকে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করে পরপুরুষের সামনে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করার মতো মানষিকতা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। আসলে যারা সাধারণত পর্দা করেন না তারা কেহই এ ব্যাপারটা এতোটা গভীরভাবে কখনও চিন্তা করে দেখেন নাই। একটু ভেবে দেখুন যে, যাদের দৃষ্টি আপনাদের সৌন্দর্য উপভোগ করছে তারা নিশ্চয়ই পবিত্র মন নিয়ে আপনাদের দিকে তাকিয়ে নেই। যে দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় সে দৃষ্টিতে কি কেউ আপনাদেরকে দেখে ? আমি একজন মুসলিম। আমার পক্ষে কি এমনভাবে চলা উচিত ? আমার স্বভাব কি এমন হওয়া সংগত ? মুসলিম হিসাবে কি এটা করা আমার সাজে? আমার বিবেকই আমাকে এ জাতীয় প্রশ্ন করবে এবং সংশোধন হতে সাহায্য করবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমার বিবেক নিজেকে মুসলিম হিসাবে চিনতে পারবে।

পর্দার যুক্তিঃ যৌন বিজ্ঞানে একথা স্বীকৃত যে পুরুষের যৌন ক্ষুধা মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশী। শুধু তাই নয় পুরুষের যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত ত্বরিত। নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই পুরুষের মধ্যে যৌন চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু মহিলাদের বেলায় অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষের পক্ষ থেকে উদ্যেগ ছাড়া সাধারণতঃ মহিলাদের যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। নারী দেহের প্রতিটি অংগ পুরুষের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলেই বেপর্দা নারী দেখলে পুরুষকে তার যৌন চেতনা দমন করতে বেগ পেতে হয়। স্রষ্টা নারীকে এতটা আকষর্ণীয় করে সৃষ্টি করেছেন বলেই তার সৌন্দর্যকে পর পুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন।

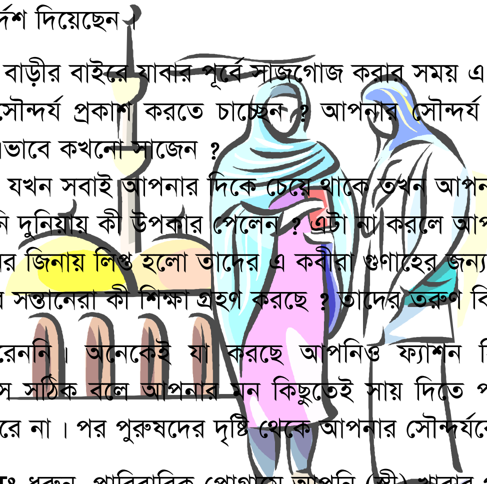

বাইরে বের হবার সময় ভাবুনঃ আপনি বাড়ীর বাইরে যাবার পূর্বে সাজগোজ করার সময় এ কয়টি কথা ঠান্ডা মাথায় ও সুস্থ মনে বিবেচনা করুনঃ

১) আপনি কাদের সামনে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চাচ্ছেন ? আপনার সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার একমাত্র আপনার স্বামীর। আপনি কি আপনার স্বামীর জন্য এভাবে কখনো সাজেন ?

২) সাজগোজ করে রাস্তায় চলার সময় যখন সবাই আপনার দিকে চেয়ে থাকে তখন আপনার মনে কেমন বোধ হয় ?

৩) এভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে আপনি দুনিয়ায় কী উপকার পেলেন ? এটা না করলে আপনার কী ক্ষতি হতো ?

৪) যারা আপনাকে দেখে চোখ ও মনের জিনায় লিপ্ত হলো তাদের এ কবীরা গুনাহের জন্য আখিরাতে আপনি দায়ী হবেন কিনা ?

৫) আপনার এ আচরণ থেকে আপনার সন্তানেরা কী শিক্ষা গ্রহণ করছে ? তাদের তরুণ বিবেক কি এটা ভাল কাজ বলে মনে করছে ?

আপনি এভাবে হয়তো এতদিন চিন্তা করেননি। অনেকেই যা করছে আপনিও ফ্যাশন হিসাবে তা করে যাচ্ছেন। যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক ও নৈতিকতাবোধের বিচারে আপনার এ অভ্যাস সঠিক বলে আপনার মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না। আপনার সাজ-সজ্জা দোষণীয় নয়। মহিলা মহলে সেজেগোজে যেতে ইসলাম আপত্তি করে না। পর পুরুষদের দৃষ্টি থেকে আপনার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখুন। এটাই আল্লাহর নির্দেশ।

এবার আসুন একটা পরীক্ষা করে দেখিঃ ধরুন, পারিবারিক প্রোগ্রামে আপনি (স্ত্রী) খাবার পরিবেশন করছেন আর আপনার পরিবারের কয়েকজন ডিনার করছেন। এখানে রয়েছেন আপনার ছেলে, আপনার পিতা, আপনার শ্বশুর, আপনার ভাই এবং আপনার স্বামীর বন্ধু। এরা সকলেই আপনাকে দেখছেন, কারণ আপনিই তো খাবার পরিবেশন করছেন। এবার বলুন, এই ছয় জন লোক আপনাকে কে কোন হিসেবে দেখছেন। অর্থাৎ ঃ

১) আপনার স্বামী দেখছেন 'স্ত্রী' হিসেবে ২) আপনার ছেলে দেখছে 'মা' হিসেবে ৩) আপনার পিতা দেখছেন 'মেয়ে' হিসেবে
৪) আপনার শ্বশুর দেখছেন 'পুত্রবধূ' হিসেবে ৫) আপনার ভাই দেখছেন 'বোন' হিসেবে ৬) এবার বলুন, আপনার স্বামীর বন্ধু দেখছেন কোন হিসেবে ?

আপনি হয়তো বলবেন যে, স্বামীর বন্ধু দেখছেন 'বন্ধুর স্ত্রী' হিসেবে। কিন্তু আপনি কি কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক্সরে বা আল্ট্রাসাউন্ড এর মতো কোনো কিছু দিয়ে ধরতে পারবেন যে, আপনার স্বামীর বন্ধু আপনাকে প্রকৃতই কি হিসেবে দেখছেন ? যদি তিনি আপনাকে (বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীকে) দেখে মনে মনে চিন্তা করেন যে, এটা আমার গার্ল ফ্রেন্ড বা স্ত্রী হতো তাহলে কতই না ভালো হতো ! আপনি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন যে এমন কেউ চিন্তা করে না ?

মুসলিম মহিলাদের পোশাকঃ যদি আপনি নিজেকে মুসলিম মনে করেন এবং মুসলিম পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ না করেন তাহলে আপনাকে জানতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূল মুসলিম মহিলাদের পোশাকের জন্য কী কী বিধান দিয়েছেন। যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের সামনে যে পোশাক পরে চলাফেরা করা যায় সে পোশাক পরে অন্যদের সামনে যাওয়া যাবে না। যেসব মহিলারা দেশে মোটামুটি পর্দা করতেন তাদের অনেকেই আজ এই উন্নত দেশে এসে শয়তানের প্ররোচনায় পরে পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন। মাশাআল্লাহ অনেকেই আবার আরো বেশী পর্দানশীন হয়েছেন। তবে যারা পর্দা করা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের অবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই করুন। অনেকেই ওয়েস্টার্ন কালচার ফলো করে থাকেন, তারা মনে করেন উন্নত দেশে এসেছি উন্নত জীবন যাপনের জন্য, এখানে এমন পোশাকই পড়তে হয় এবং এটা উন্নত জীবন যাপনের একটা অংশ। *বাকী অংশ ৭ম পাতায়...*

আমরা কি প্রকৃত মুসলমান ?

পূর্ণ মুসলমান কিভাবে হওয়া যায় ? একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, আপনারা সদাসর্বদা যে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, এর অর্থ কি ? মানুষ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইসলাম ধর্ম সাথে করে নিয়ে আসে ? মুসলিম ব্যক্তির পুত্র অথবা মুসলিম ব্যক্তির পৌত্র হলেই কি মুসলমান হওয়া যায় ? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যেমন ব্রাহ্মন, চৌধুরীর পুত্র হলেই যেমন চৌধুরী এবং শুদ্রের পুত্র হলেই যেমন শুদ্র হওয়া যায়, তেমনি রূপে মুসলমান নামধারী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলমান হতে পারে ? 'মুসলমান' কি কোন বংশ বা কোনো শ্রেণীর নাম ? ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্ম হলেই ইংরেজ, চৌধুরী বংশে জন্মিলেই চৌধুরী হয়, তেমনি মুসলমানরাও কি 'মুসলমান' নামে অভিহিত হবে ? এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, 'না', 'মুসলমান' তাকে বলে না। মায়ের গর্ভ হতেই মুসলমান হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করলেই মানুষ আর মুসলমান থাকে না - মুসলিম সমাজ হতে একেবারে খারিজ হয়ে যায়। যে কোনো লোক - সে ব্রাক্ষণ হোক কিংবা পাঠান হোক, ইংরেজ হোক অথবা আমেরিকান, বাংগালী হোক অথবা হাবশী- সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখনই সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি 'মুসলমান' সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পালন করে চলে না, সে মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে না; সে সৈয়দের পুত্রই হোক আর পাঠানের পুত্রই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

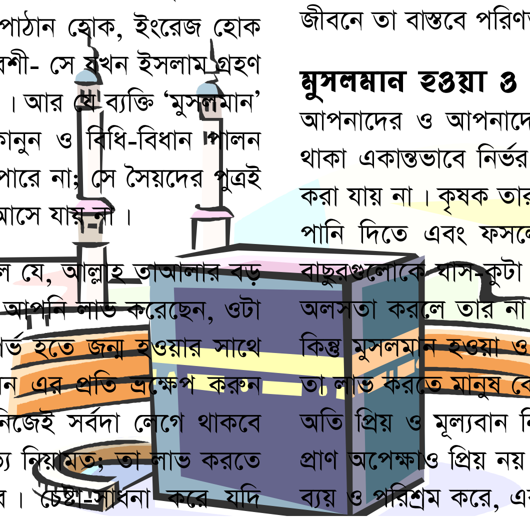

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর এ জবাব হতেই জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত -- মুসলমান হওয়ার নিয়ামত -- যা আপনি লাভ করেছেন, ওটা জন্মগত জিনিস নয়, তাকে আপনি মায়ের গর্ভ হতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই লাভ করতে পারেন না এবং আজীবন এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করুন আর নাই করুন তা আপনার সাথে নিজে নিজেই সর্বদা লেগে থাকবে এমন জিনিসও তা নয়। এটা একটি চেষ্টালভ্য নিয়ামত; তা লাভ করতে হলে আপনাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা-সাধনা করে যদি আপনি তা লাভ করেন, তবেই তাকে আপনি পেতে পারেন। আর এর প্রতি যদি মোটেই খেয়াল না করেন, তবে এর সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয়।

ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কি ? মুখে মুখে যে ব্যক্তি 'আমি মুসলমান' বা 'আমি মুসলমান হয়েছি' বলে চীৎকার করবে, তাকেই কি মুসলমান মনে করতে হবে ? অথবা পূজারী ব্রাক্ষণেরা যেমন না বুঝে কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তেমনিভাবে আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলমান হওয়া যাবে ? ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য কি এটাই ? উক্ত প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এটা নয়। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সত্য বলে বিশ্বাস করা, জীবনের একমাত্র ব্রত ও আদর্শ হিসেবেই এটাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা; ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য এটাই। কাজেই যিনি এরূপ না করবেন তিনি মুসলমান হতে পারবেন না। আপনাদের এ জবাব হতে এটাই প্রকাশ পেল যে, প্রথমত ইসলাম জেনে ও বুঝে নেয়া এবং বুঝে নেয়ার পর তাকে কাজে পরিণত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। কেউ কিছু না জেনেও ব্রাক্ষণ হতে পারে, কারণ সে ব্রাক্ষনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব সে ব্রাক্ষণ থাকবে, কেউ কিছু না জেনেও চৌধুরী হতে পারে, যেহেতু সে চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে - চৌধুরীই সে থাকবে। কিন্তু ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না, ইসলামকে জেনে বুঝে বিশ্বাস করে কাজ করলেই তবে মুসলমান হওয়া যায়। চিন্তা করে দেখুন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থা না জেনে তাকে বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী কাজ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ? আর না জেনে, না বুঝে এবং বিশ্বাস না করেই বা মানুষ মুসলমান হতে পারে কিরূপে ? অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, মুর্খতা নিয়ে মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা সম্ভব নয়। যারা মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে, মুসলমান নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় ও মুসলমান বলে দাবী করে তারা কি সকলেই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ? আসলে যিনি ইসলাম কি তা জানেন এবং বুঝে শুনে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবে পরিণত করেছেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই মুসলমান।

মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা ঃ ইলম বা জ্ঞানের ওপরই আপনাদের ও আপনাদের সন্তান-সন্ততির মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা একান্তভাবে নির্ভর করে। এটা সাধারণ বস্তু নয়, একে অবহেলাও করা যায় না। কৃষক তার ক্ষেত-খামারের কাজে অলসতা করে না, ক্ষেতে পানি দিতে এবং ফসলের হেফাজত করতে গাফলতি করে না, গরু-বাছুরগুলোকে ঘাস-কুটা দিতে অবহেলা করে না। কারণ এসব ব্যাপারে অলসতা করলে তার না খেয়ে মরার ও প্রাণ হারাবারও আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে, তা লাভ করতে মানুষ কেন এত অবহেলা করছে ? এতে কি ঈমানের মত অতি প্রিয় ও মূল্যবান নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই ? ঈমান কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নয় ? মুসলমানগণ প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে যতটা সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করে, এর দশ ভাগের এক ভাগও কি ঈমান রক্ষার কাজে ব্যয় করতে পারে না ?

আপনারা প্রত্যেকে এক একজন মাওলানা হবেন, জীবনের দশ বারোটি বছর কেবল পড়াশুনার কাজে ব্যয় করে মস্তবড় একজন স্কলার হবেন, এমন কথা এখানে বলা হচ্ছে না। মুসলমান হওয়ার জন্য এত কিছু পড়ার বা বড় কোনো ডিগ্রী লাভ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আপনারা রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় ইসলামী বিদ্যা শিক্ষার কাজে ব্যয় করুন। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক মুসলমান বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যা হতে তারা পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তা ভালরূপে বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেসব অন্যায় কুসংস্কার দূর করতে এবং সেই স্থানে যা স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাও উত্তমরূপে জানতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার সাথে তারা ভাল করে পরিচিত হতে পারবে। এটুকু জ্ঞান অর্জন করার জন্য খুববেশী সময়ের দরকার পরে না, আর ঈমান যদি বাস্তবিকই কারো প্রিয় বস্তু হয়, তবে এ কাজে একটা ঘন্টা মাত্র ব্যয় করা তার পক্ষে এতটুকুও কঠিন কাজ নয়।

বাকী অংশ ৫ম পাতায়........

প্রকৃত মুসলমান হবার শর্ত কি ?

৪র্থ পাতার পর........

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কি ? একজনের নাম রামপ্রসাদ, এজন্য সে হিন্দু এবং আর একজনের নাম আবদুল্লাহ, অতএব সে মুসলমান তা হতে পারে না। পরন্তু কাফের ও মুসলমানের মধ্যে শুধু পোশাকের পার্থক্যই আসল পার্থক্য নয়। কাজেই একজন ধুতি পরে বলে সে হিন্দু এবং অন্যজন পায়জামা বা লুঙ্গী পরে বলে সে মুসলমান বিবেচিত হতে পারে না। বরং মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের ইলম বা জ্ঞানের পার্থক্য। এক ব্যক্তি কাফের এই জন্য যে, সে জানে না তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কি সম্পর্ক এবং তার বিধান অনুসারে জীবন-যাপনের প্রকৃত পথ কোনটি ? কিন্তু একটি মুসলমান সন্তানের অবস্থাও যদি এরূপ হয়, তবে তার ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে কোন দিক দিয়ে পার্থক্য করা যাবে ? এবং এ দুজনের মধ্যে পার্থক্য করে আপনি একজনকে কাফের ও অপরজনকে মুসলমান বলবেন কেমন করে ? কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং ধীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলার যে মহান নিয়ামতের জন্য আপনারা শোকর আদায় করছেন, একে লাভ করা এবং রক্ষা করা এ দুটি কাজই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইলম বা জ্ঞানের ওপর। ইলম বা জ্ঞান না থাকলে মানুষ তা পেতে পারে না -- সামান্য পেলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সবসময়ই তাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ও খুঁতখুঁতে ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। মুসলমান না হয়েও এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মুসলমান মনে করেন, এর একমাত্র কারণ তাদের মূর্খতা। যে ব্যক্তি একেবারেই জানে না যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে এবং ইসলাম ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি ? সে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিকের মত; সরল রেখার ওপর দিয়ে চলতে চলতে আপনা আপনি তার পা দুখানা কখন যে পিছলিয়ে যাবে বা অন্য পথে ঘুরে যাবে, তা সে জানতেই পারবে না। জীবনের পথে চলতে চলতে সে সরল পথ হতে কখন যে সরে গিয়েছে, তা সে টেরও পাবে না। এমনও হতে পারে যে, পথিমধ্যে কোনো ধোঁকাবাজ শয়তান এসে তাকে বলবে -- "মিঞা তুমি তো অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছ, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেব।" বেচারা অন্ধকারের যাত্রী নিজের হাত কোনো শয়তানের হাতে সঁপে দিয়ে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করে কোথা হতে কোথা নিয়ে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তার নিজের হাতে আলো নেই এবং সে নিজে পথের রেখা দেখতে ও চিনে চলতে পারে না বলেই তো সে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যদি আলো থাকে, তবে সে পথও ভুলবে না, আর অন্য কেউও তাকে গোমরাহ করে বিপদে নিয়ে যেতে পারবে না।

এ কারণেই ধারণা করে নিতে পারেন যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং পবিত্র কুরআনের উপস্থাপিত বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা ভাল করে না জানা মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে কতবড় বিপদের কথা ! এ অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হতে পারে এবং অপর কোনো শয়তানও তাঁকে বিপদগামী করতে পারে। কিন্তু যদি তার কাছে জ্ঞানের আলো থাকে, তবে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি ধাপে ইসলামের সরল পথ দেখতে পাবে। প্রতি পদেই কুফরি, গোমরাহী, পাপ, জেনা, হারামী প্রভৃতি যেসব বাঁকা পথ ও হারাম কাজ সামনে আসবে, তা সে চিনতে এবং তা হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আর যদি কোনো পথভ্রষ্টকারী তার কাছে আসে তবে তার দু-চারটি কথা শুনেই তাকে চিনতে পারবে। এবং এ লোকটি যে পথভ্রষ্টকারী ও এর অনুসরণ করা যে কিছুতেই উচিত নয়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত কি ? মুসলমানের প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য সর্বপ্রথম একান্ত দরকার হচ্ছে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কি ? রাসূল পাকের প্রদর্শিত পথ কি ? ইসলাম কাকে বলে ? কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কোন বিষয়ে ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা সেই জ্ঞান অর্জন করতে কোনোই চেষ্টা করে না। এটা হতে বুঝা যায় যে, তারা যে কত বড় নেয়ামত ও রহমত হতে বঞ্চিত, সে কথা এখন পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেনি। শিশু কেঁদে না ওঠলে মা-ও তাকে দুধ দেয় না, পিপাসু ব্যক্তি পিপাসা বোধ করলেই নিজেই পানির তালাশ করে, আল্লাহ-ও তাকে পানি মিলিয়ে দেন। মুসলমানদের নিজেদেরই যদি পিপাসা না থাকে, তবে পানি ভরা কূপ তাদের মুখের কাছে আসলেও তাতে কোনো লাভ নেই। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কত বড় এবং কত ভীষণ ক্ষতি তা তাদের নিজেদেরই অনুধাবন করা উচিত।

কাউকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে নয়ঃ ওপরে যা কিছু বলা হয়েছে তা কাউকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে নয়। প্রিয় পাঠকবৃন্দ আশা করি এই আলোচনাকে নিয়ে কোন তর্কের বিষয় বানাবেন না। আসলে উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি, তা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করা হোক। হারানো জিনিস পুনরায় পাওয়ার চিন্তা মানুষের ঠিক তখনই হয়, যখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে, তারা কি জিনিস এবং কত মূল্যবান জিনিস হারিয়েছে। এজন্যই মুসলমানদেরকে সর্তক করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদি তাদের জ্ঞান ফিরে আসে এবং তারা যে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে তা যদি বুঝতে পারে, তবে তা পুনরায় পেতে চেষ্টা করবে।।

ঈমানের হাকিকত - আধুনিক প্রকাশনী

মা বোনরা ভেবে দেখবেন কি ?

৩য় পাতার পর........

মরণের পরের কথা ভাবুনঃ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের পর যে অনন্ত অসীম জীবন আসবে সেখানে যদি মুসলিম হিসাবে মর্যাদা ও সুখ শান্তি পেতে চান তাহলে আর দশজন মেয়ে অশালীন পোশাক পরে বলেই বিনা দ্বিধায় আপনি ফ্যাসনের নামে তাদের অনুকরণ করবেন না। আপনাকে দোযখে কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার চিন্তা করতেই হবে। আপনার বিবেক নিশ্চয়ই আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে যদি আখিরাতের চিন্তা মনে জাগে। আপনার দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর ও আখিরাতের জীবনকে শান্তিময় করতে হলে আপনাকে জানতে হবে - ইসলাম কী ? পর্দা কী ? দুনিয়ার দায়িত্ব কী ? আখিরাতে মুক্তির উপায় কী ?

---- মা বোনরা ভেবে দেখবেন কি ?

শয়তানের সফল মিশন

শয়তানের প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশোধের অংশ হিসেবে সে মানুষের মধ্যে ভালো অংশটিকে সবসময় খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানদারগণ শয়তানের প্রধান টার্গেট। শয়তানের পরিকল্পনা বাস্ত-বায়নের জন্য সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এসকল কৌশলের মধ্যে এ যাবতকালের সবচাইতে বড় কৌশল ও মিশন হলো মানুষকে কুরআনের কাছে ঘেষতে না দেওয়া। এ মিশনে শয়তান ঈমানদারদের ঈমানের মান অনুযায়ী বিভিন্ন ডৌজ দিয়ে থাকে। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন তাদের জন্য এক ধরণের পুরিয়া, যারা সলাত আদায় করেন এবং সৎভাবে জীবন যাপন করেন তাদের জন্য আবার অন্য ধরণের প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি। তবে শয়তানের কমন যে Strategy তা হলো আল-কুরআনের সমঝ লাভ করতে না দেয়া।

শয়তানের এ ঘৃণা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে ঈমানদারদের মনের মধ্যে প্রয়োজনীয় শোবা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে, বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই দেখা যায় কেউ কেউ খুব আবেগের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করেন কিন্তু তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করেননা।

যে সূরা ইয়াসীনকে ছোটকাল হতে মুখাস্থ করার তীব্র অনুভূতি সকল শিক্ষার্থীর মনে প্রকট ছিল, যা এখনো পাঠ করে আপদ বিপদ দুর করা হয়, ঈমানদারদের বিশ্বাস এ সূরা পাঠ করে তারা অনেক উপকার পেয়েছেন, সে ইয়াসীন সূরার অর্থটা কি এটা জানার আগ্রহ যদি জীবনে একবারও উদয় না হয় তাহলে সবচাইতে বেশী লাভবান হবে ইবলিস শয়তান।

ঈমানদারগণ চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সারা জীবন অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছেন। বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। ডিগ্রীধারীও হয়েছেন। নিজ বিবেককে একবার জিজ্ঞেস করুন সারা জীবন কুরআন বুঝার চেষ্টা না করে যদি আল্লাহর নিকট হাযির হই তাহলে আমাদের মান কোন পর্যায়ে রয়ে গেলো। ক্লাশের ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে সবাই ছাত্র। যার ক্রমিক নাম্বার ১ থেকে ১০ তারাও ছাত্র। আর যার ক্রমিক নাম্বার ৯০ থেকে ১০০ তারাও ছাত্র। তবে মানগত পার্থক্যই এখানে বিবেচনার যোগ্য। তাই নয় কি ? আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত মনে কুরআন বুঝার দায় দায়িত্ব হতে নিজেদের নিস্কৃতি দিতে পারি ? আমাদের বিবেক কি এখনো শুধু তেলাওয়াতের মধ্যে কুরআনকে সীমিত রাখার জন্য সায় দেয় ? আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন ঈমানের চিহ্ন হচ্ছে কুরআন বুঝা।

আল-কুরআনে বার বার মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে। যারা এ যুগেও প্রচার করে বেড়ান যে কুরআন তেলাওয়াত করলে এত পরিমান সওয়াব হবে বা বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা দরকার ইত্যাদি তারা আল্লাহর কাছে এ অজ্ঞতার কি জওয়াব দিবেন। কারণ মানুষ তেলাওয়াত বলতে বুঝে সুর করে শুধু রিডিং পড়ে যাওয়া। এতেই ঈমানদারগণ খুশী। কেউ কেউ বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ান আমার খতম ২৫ রমজানেই শেষ হয়েছে।

আর হিসেব নিকেশ করেন কত পরিমান সওয়াব হলো। ভাবটি এমন যে শুধু সওয়াব কামানোর জন্যই মুসলিম জাতির সৃষ্টি, শুধু তেলাওয়াতের জন্যই আল-কুরআন নাযিল হয়েছিল। এটাতো বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের একধরণের অপব্যবহার। আলী (রাঃ) বলেন, কুরআন অধ্যয়নে কোন লাভ নেই যদি তা নিয়ে ভাবা না হয়, চিন্তা করা না হয়।

“ইহা এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব যা, আমরা নাজিল করেছি, যেন এ লোকেরা ইহার আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন লোকেরা উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে।” (সূরা সাদ ঃ ২৯)

আমরা দুনিয়ার সব ডিগ্রী, মাষ্টার্স, ডক্টরেট নিয়েও শয়তানের এ কুমন্ত্রনাতেই কাবু হয়ে যাই যে ওস্তাদ ছাড়া কোরআনের অর্থ বুঝা যাবেনা বা কোরআন বুঝা আমাদের জন্য নয় বা এটা মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের জন্য ইত্যাদি। অথচ বাস্তবতা হলো জীবনের ৪০/৫০/৬০ বছর পার হয়ে গেলো এখনো ওস্তাদও পাওয়া হয়নি, আর নিজেও সাহস করে শয়তান কে পরাজিত করে আল্লাহর উপর ভরসা করে কোরআনের তাফসীর পড়া হয়নি। আবার কেউ কেউ কোরআনের তাফসীর এজন্য পড়তে চান না যে যদি পরিবর্তন হয়ে যাই। ইত্যাদি শয়তানী হিসেব নিকেশ চুকাতেই জীবনের ফাইনাল হিসেবের দ্বারপ্রান্তে এসে যাই।

ঈমানদারদের কুরআন ও হাদীস হতে দূরে রাখার শয়তানি প্ররোচনা এখানেই শেষ নয়। শয়তানের পরবর্তী প্ররোচনা হলোঃ উমুকের লেখা পড়া যাবে না, তমুকের তাফসীর পড়া যাবে না ইত্যাদি বাহানা। প্রবাসে আমার এক মুসলিম কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ও ভাই একবার ট্রেনে পড়ার জন্য কুরআনের সহজ অনুবাদ হাতে নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেলেন। আমার বন্ধুর হাতে কুরআনের অনুবাদ দেখে তার হোষ্ট মন্তব্য করলেন ঃ এ অনুবাদ পড়া ঠিক নয়, কারণ এর লেখক বিতর্কিত। কিন্তু তিনি নিজে কোন তাফসীর পড়েন তা বলেন নি। বা বিকল্প কোন উপদেশও দিতে পারেন নি। এ হলো শয়তানী অসঅসার বাস্তব প্রমাণ। আমি একবার স্থানীয় বুকশপ হতে বেশ কিছু তাফসীর, হাদীস গ্রন্থ কিনে এক বাসায় আসলাম। উৎসাহের সাথে বললাম, আপনারা কিছু তাফসীর ও হাদীস রেখে দিতে পারেন। সময় সুযোগ করে সেগুলি পড়তে পারবেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে তারা বললেন ঃ ওহ! এগুলি পড়া যাবে না, কারণ এগুলি অমুক লেখকের তাফসীর। অথচ তিনি জীবনে কোন তাফসীর পড়েছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে কোনো তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থ আছে বলে ও আমার জানা নেই। শুধু লোক মুখে শুনেই শয়তানের অসঅসায় কুপোকাত। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার অবতারনা করা যেতে পারেঃ এক ব্যক্তি কিছু সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করছিলেন যে এগুলি পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব এতে মন্তব্য করেছিলেনঃ একটা বই বা কটা লাইন পড়লে যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে নড়েবড়ে ঈমান বাঁচাবেন কি করে ? সোবহানাল্লাহ।।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

প্রবাসে আপনার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন ?

ভুক্তভোগী পিতামাতারা নিজেদের বিষয়গুলির ব্যাপারে যতটা আপোস করেন তার চাইতে বেশী আপোস করেন সন্তানদের বিষয়াদিতে। আর খারাপ কাহিনীর শুরু এখান হতে। প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণে আপোষ, পারিবারিক মূল্যবোধ ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবহেলা, সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে একেবারে লাগামহীন স্বাধীনতা দান, করণীয় সমূহের লিষ্টে ধর্মীয় শিক্ষাদানকে সবকিছুর পেছনে রাখা, পিতামাতাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন থাকা, সন্তানদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতি না দেয়া, সন্তানদের অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া ইত্যাদি হলো পরিবার নামক দেহে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ।

প্রত্যেকটি পরিবারের কিছু অলিখিত মূল্যবোধ বা ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবারের কর্তাগণ যদি সে মূল্যবোধগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলেও একটা বড় ধরনের অর্জন সাধিত হয়ে যায়। যেমন কোন কোন পরিবারে এ নিয়ম রয়েছে যে স্কুল পড়ুয়া সন্তানগণ কোন অবস্থাতেই অনুমতি ছাড়া মাগরেবের পর ঘরের বাইরে থাকতে পারবে না। এটিও কম নয়। এ বিষয়টিও এমন যে আমেরিকার সরকার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে কার্ফিউ জারী করে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য করছে। আর এ সংক্রান্ত গবেষণায় ৫৩৪টি আমেরিকান শহরে সান্ধ্যকালীন কারফিউ দিয়ে জনতার যে মতামত পাওয়া গেছে তা এইঃ শতকরা ৯৭ ভাগ শহরবাসী বলেছেন কারফিউর ফলে শিশু অপরাধ অনেক কমেছে, ৯৬ ভাগ বলেছেন কারফিউর কারণে ফাঁকিবাজী কমেছে, ৮৮ ভাগ বলেছে কারফিউ মাস্তানি কমিয়েছে, কারফিউর ফলে ৫৬ ভাগ শহরে বড় ধরনের অপরাধ কমেছে। অতএব আপনার পরিবারে যদি এ ধরনের কোন ঐতিহ্য থেকে থাকে তাহলে পশ্চিমা দেশে এসেছেন বলে তা শিথিল করবেন না। বরং আরো কড়াকড়িভাবে সন্তানদের এ নিয়ম পালনে উৎসাহিত করবেন। তারা যদি এ নিয়ম পালন করে তাহলে পুরস্কৃত করবেন।

আপনার সন্তানদের স্কুল কলেজে পড়ুয়া বন্ধু বান্ধবদের দিকে দৃষ্টি রাখার আগে তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের বন্ধুরা হয় তাদের চাইতে ছাত্র হিসেবে ভাল হবে অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে উন্নত হবে। সন্তানগণ যদি এ নীতিতে একমত হয় তাহলে আপনার মাথাব্যথা কিছুটা কমে যাবে বৈ কি? একটি বাস্তবতা পিতামাতাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সন্তানগণ সবসময় তাদের বন্ধুদের সম্পর্কে উচ্চ ধারনা দিতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা পিতামাতার চাইতে বন্ধুকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। তারা সবসময় বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। ক্ষেত্রবিশেষে বখাটে বন্ধুদের পক্ষ হয়ে সন্তানগণ পিতামাতার নির্দেশ ও উপদেশ অমান্য করে।

আপনার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্তা। পিতামাতাদের একটি বিশেষ দোষ হলো সন্তানদের সবসময় বয়সের দিক থেকে ছোট মনে করা। তারা প্রায় এরকম মন্তব্য করেন যে, আমার ছেলে এখনো অল্প বয়স্ক, সে আর একটু বড় হোক তারপর নিয়ম কানুনের ব্যাপারে কঠোর হওয়া যাবে। পিতামাতারা মনে করেন সন্তানগণ সবসময় তাদের কথা শুনবে। এ একটি ভুল হিসাব। আপনার দৃষ্টির আগোচরে সন্তানগণ বড় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন টের পাবেন যে সে আর আপনার কথা শুনছে না। আপনার মৌলিক দাবীগুলিও মানছেনা। আপনাকে হেয় করা শুরু করেছে। তখন আর কিছু করার সময় থাকবেনা। পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কোন মূল্যবোধে যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে সেগুলিতে ছোটকাল হতেই অভ্যস্ত করা শুরু করুন। শেখার জন্য কোন বয়সই কম বা বেশী নয়। যা কিছু ভাল তা ছোটকাল হতে শিক্ষা দিলে যথাযথ ফল আশা করা যেতে পারে। আপনার মেয়েটি দেখতে না দেখতেই বড় হয়ে যাবে। তাকে যা শেখানোর তা ছোট অবস্থা হতেই শুরু করুন। আপনি যদি দেরী করেন তাহলে তারা তাদের মন নামক পাত্রকে বিভিন্ন সহজপ্রাপ্য ময়লা-আবর্জনা দিয়ে পূরণ করে নেবে। হুঁশ হওয়ার পর আপনি যখন নিজস্ব মূল্যবোধ শেখাতে যাবেন তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। এখন তো আপনার সন্তান আপনাকে উল্টো মূল্যবোধ শেখাবে। আপনি আফসোস করবেন। হতাশ হবেন।

বিত্তবান পিতামাতাদের অবস্থা আরো করুণ। তাদের জন্য আফসোস। যে অর্থের পেছনে ছুটে তারা সন্তানদের সময় দেন না পরবর্তীতে সে অর্থকে অনর্থের মূল বলে মনে করতে থাকেন। বেলা শেষে আফসোস করেন কিন্তু তখন বেশ দেরী হয়ে যায়। বিত্তশালী পরিবারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানদের অতি স্বাধীনতা দিয়ে ক্ষতি করেন। কষ্ট স্বীকারের অনুশীলন করার সময় শিশু অবস্থা। কিন্তু শেখার এ সময়টিতে পিতামাতারা সন্তানদের প্রাচুর্যে ভাসিয়ে দেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়না। কঠিন অবস্থায় নিজেকে সামলিয়ে চলার শিক্ষার অভাবে সে খেই হারিয়ে ফেলে।

আরো একটি ক্ষতিকর উপাদান হলো সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা ও তা নিয়ে আলোচনা করা। এতে কচি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। ফলে তারা এ ধরনের মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়। পরবর্তীতে পিতামাতারা অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে সন্তানরা অন্যায় কাজ করছে। প্রকৃত কথা হলো সন্তানগণ এ অন্যায়গুলি শিখেছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে।।

> ***“হয়তো তুমি যেটাকে অপছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য ভাল এবং যেটাকে পছন্দ করছ সেটাই তোমার জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন, আর তুমি জান না।”*** *(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)*

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

After 1st Page

HOW TO MAKE YOUR WIFE HAPPY

The times of childbearing, the cessation of childbearing, the monthly cycles, etc. bear down on each sister differently – biologically and emotionally and often varies over her lifespan in terms of severity and intensity. Sisters seek to have consolation during these times as they are seldom able to forgo the enormous duties expected of theme regardless of their situation. Such times demand a sensitivity which brothers who are also burned with professional responsibilities often for get to acknowledge.

Trust and faithfulness are also common issues in this society,, one which allows the Muslim brothers more freedom generally than the sisters who choose to stay at home to raise the children. Trust must be conceretized so that the sisters who are left at home with the children are at peace. An other common concern is the lack of fun activities in which the couples engage without the in-laws or children. Couples need to find time for one another alone to refresh their relationship and grow together.

This subject could be addressed for many pages, however, the common component that I have found in the clinical work I have done with Muslim families is that there lacks a clear understanding of true elements of Islam in regard to the family. The necessity to pray together, to know the Seerah – the examples of the Prophet SAW in terms of undersanding the proper way to live in general and how to handle conflict. Many couples have admitted that there is much culture, but sparse Islam in the home. Effort to study together to gain the proper understanding of Islam in all aspects of life together will bring the blessings of Allah (SWT) upon the relationship. To remember that Allah SWT's goal for His entire creation is as He says: "I have created men and Jinn to worship Me" and it should serve as the basis for all of our endeavors.

Ref: Tahira Khalid MSW

ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ কুরআন ও তাফসীর (বাংলা/ইংরেজী)

http://www.aswatalislam.net
http://www.tafheem.net/main.html
http://listen.to/banglaquran
http://www.onlinebanglaquran.com/bangla.php
http://www.quraanshareef.com
http://www.banglakitab.com/quran.htm
http://www.tafsir.com/Default.asp
http://www.quranexplorer.com/quran

When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Animal shortening	Investigate
Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.

Watch Islamic TV Channel

24 hours Free in the Internet - **Peace TV** & More.....
Free registration: www.islambox.tv

আপনি কি চান?
এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

আপনার সন্তান আশপাশের পরিবেশ, School, College, University, TV, Radio, Internet হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্যনূতন কায়দা রপ্ত করছে। হলিউড আর বলিউডের কল্যাণে আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছেন। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এবার চিন্তা করুন এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আপনি নিজে ও আপনার সন্তান কি ইনপুট নিচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সুতরাং আপনি কি সর্তক হবেননা? আপনি কি চাননা আপনার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আপনি কি চাননা আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার সরবত আপনি পান করাতে পারেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি Family Library প্রতিষ্ঠা। আল-কোরআনের তাফসীর, হাদিস গ্রন্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনি, সাহাবীদের জীবনি, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করুন। নিজে পড়ুন ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ দিন। শিশুপযোগী ইসলামী ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করুন। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন। ইংরেজীতে এসব বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই Cost Price-এ NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS CENTRE-এ পাওয়া যায়। যোগাযোগঃ 647-280-9835

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Digital Support & Published by: Nazma Zaman
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net